নারীরচিত কাব্য।

কোন হিন্দু কুলনারী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিনামূল্যে বিতরণীয়।

কলিকাতা

৬২।২ বিডন ষ্ট্রীট নিস্তার প্রেস

সান্ন্যাল ব্রাদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীতুলসীদাস সুর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।
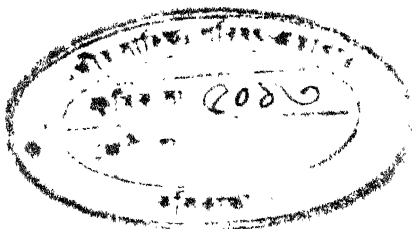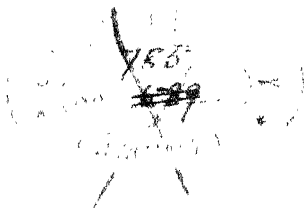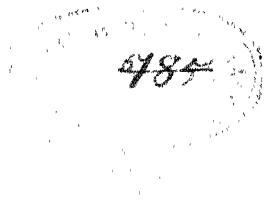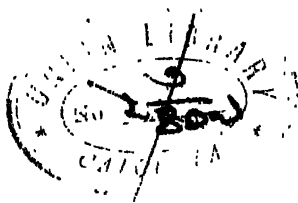
বিজ্ঞাপন।

আমি একজন সামান্য অজ্ঞ নারী। বিশেষতঃ আমার এই প্রথম উদ্যম। সাংসারিক কার্য্য হইতে যে অল্পমাত্র অবসর পাইয়াছি তাহাতেই এই গুলি রচনা করিয়াছি, অতএব সাধারণকে প্রীত করা দূরে থাক তাঁহাদের সমক্ষে ইহা প্রকাশ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। এক্ষণে অস্মদ্দেশে কত কত বিদ্যা-বুদ্ধি ভূষিতা ভগিনীগণ ভাল ভাল পুস্তক রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমি তাঁহাদের ন্যায় যশঃ কিম্বা অর্থ উপার্জ্জনের আশা করি না। কতিপয় আত্মীয় ও সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে এবং তাঁহাদিগের জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে যদি কোন বামা-বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী ইহা পাঠ করিয়া কিয়দংশের উপর ও সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের আশাতীত ফল ফলিবে।

কলিকাতা—সিমুলিয়া।
২৩ ভাদ্র সন ১২৮২।

শ্রীমতী উ—

দ্বিতীয়বারের

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক ১২৮৬ সালে ছাপা হয়। সমস্ত আত্মীয় ও বন্ধু গণকে বিতরণ করায় ফুরাইয়া যায় এক্ষণে অনেক লোকে চাহিতেছেন তাঁহাদিগকে দিতে না পারায় বড়ই দুঃখিত হই। এ কারণে ইহা পুনরায় মুদ্রিত হইল; আরো কয়েকটা লেখা ছিল ইহার মধ্যে যোগ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম।

কলিকাতা সিমুলীয়া
৪ অগ্রাহায়ন সন ১২৯৬ সাল

শ্রীমতী উ——
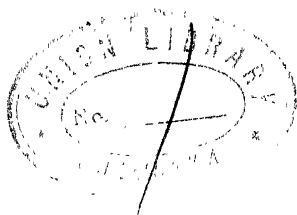
উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়া

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেব্যা

শ্রীচরণেষু।

মহাশয়া!

আপনার জগদ্বিখ্যাত যশঃরাশি শ্রবণে ও বিশুদ্ধ নির্ম্মল চরিত্রের বিশেষ পরিচয় পাইয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ আপনার পবিত্র কর-কমলে সমর্পণ করিলাম। ভরসা করি আপনার নিজের গুণে দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণে গ্রন্থকর্ত্রীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন।

একান্তানুগতা

শ্রীমতী উ—

নারীরচিত কাব্য।

জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা।
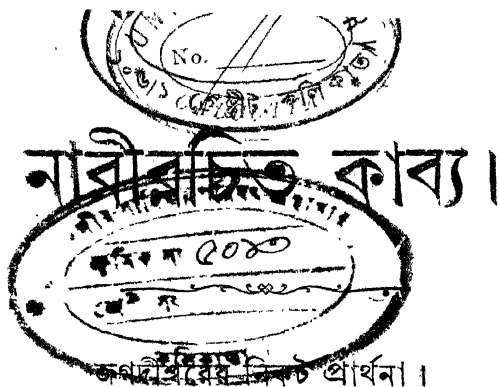
কোথা হে অনাথ নাথ পতিত পাবন।
দয়া করি কিঙ্করীরে দেহ শ্রীচরণ॥
একান্ত কাতরে নাথ ধরি তব পায়।
পবিত্র চরণ বিনা নাহিক উপায়॥
যদিও দুহিতা তব নানা দোষে দোষী।
আশা করি স্নেহগুণে হেরিবে নির্দ্দোষী॥
মূঢ়মতি আমি নারী না ডাকি তোমায়।
তব দত্ত এ জীবন করিতেছি ব্যয়॥
কৃপা করি দোষ হরি গুণের আধার।
যুগল চরণে মতি রাখ হে আমার॥
নিতান্ত বাসনা মম জগত জীবন।
দিবানিশি করিতে হে তোমার পূজন॥
তব আরাধনা বিনা কিছু নহে সার।
অনিত্য এ দেহ প্রাণ অনিত্য সংসার॥
কিবা দিয়া পূজা আমি করিব তোমার।

হেন দ্রব্য নাহি দেখি জগত মাঝার ॥
বার বার নমস্কার করি তব পায়।
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি যোগ দিলাম তাহায় ॥
কত যে করিছ দয়া কি বর্ণিব তার
পেয়েছি মানবদেহ কৃপায় তোমার ॥
জীবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবেরে কয়।
হেন দেহ দেছ তুমি ওহে দয়াময় ॥
এমন আকৃতি পাই যাঁহার দ্বারায়।
নাহি যেন ভুলি কভু সেই সে পিতায় ॥
এইরূপ শুভ মতি রাখ দয়া করি।
চিরদিন তব পদ হৃদে যেন ধরি ॥
যে পদ ভাবিছে সদা মুনি ঋষিগণ।
দারা সুত পরিহরি তপস্যা মগন ॥
ফলাহার জলাহার অনাহার করি।
নয়ন মুদিয়া ভাবে চরণ তোমারি ॥
এমন দুর্ল্লভ পদ কেমনেতে পাই।
কি করিব কোথা যাব কাহারে শুধাই ॥
কে মোরে বলিয়া দিবে এই হিত বাণী।
তুমি বিনা কেহ নাই দেব চক্রপাণি ॥
মাতাপিতা পতি পুত্র কেহ নহে কার।
কেবল তোমার নাম একমাত্র সার ॥
ভজন সাধন হীন অল্প বুদ্ধি নারী।

পাব নাকি স্থান প্রভু চরণে তোমারি ॥
বামনের সাধ যথা চাঁদ ধরিবার।
তেমতি বাসনা মম চরণ তোমার ॥
অনুগ্রহ কর যদি তনয়া বলিয়া।
যুড়াব তাপিত প্রাণ পেয়ে পদছায়া ॥
সন্তানেব দোষ পিতা করে না গ্রহণ।
এই আশে রহিয়াছে এ মম জীবন ॥
কত পাপী উদ্ধারিছ তুমি দয়াময়।
আমারে করিবে ঘৃণা মনে নাহি লয় ॥
পাপে তাপে দগ্ধ সদা আমার এ হিয়া।
শীতল করহ প্রাণ পদে স্থান দিয়া ॥
জন্মাবধি করিতেছ স্নেহ বিতরণ।
যে অবধি মাতৃগর্ভে হয় আগমন ॥
মাতাপিতা মনে মায়া করেছ বিস্তার।
এমন হিতার্থী বন্ধু নাহি কেহ আর ॥
মানবের উপকার করিবার তরে।
অবস্থান করিতেছ দেহের ভিতরে ॥
আমাদের সুখ হেতু কত যে যতন।
করিয়াছ নানাবিধ খাদ্যের সৃজন ॥
অবিরত শস্য কত করিতেছ দান ॥
যাহা হয় মানবের আহার প্রধান ॥
তুমি করিতেছ নাথ বারি বিতরণ।

পান করি প্রাণধরি মোরা সে জীবন ॥
চিরকাল করিতেছ তুমি কৃপাদান।
শেষের সে দিনে দেখা দিও ভগবান॥
শমন আসিয়া যবে বান্ধিবেক জোরে।
অধিষ্ঠান হয়ে প্রভু রক্ষা ক'র মোরে ॥
আত্মজনে করিবেক দেহ ভস্মরাশী।
সে সময় দয়া কর এই চায় দাসী ॥
ধন জন যশঃ মোর নাহি প্রয়োজন।
তব পদ পাই নাথ এই আকিঞ্চন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
তোমার অসাধ্য কি বা জগত ভিতর॥
তুমি রাম জগন্নাথ তুমি হে ঈশ্বর।
যাহা বলি তাহা তুমি, তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
যে যা বলে তুষ্ট তুমি অখিলের পতি।
একাগ্রচিত্তেতে যদি করে হে মিনতি॥
যবনেতে আল্লা বলে কেহ যীশু খ্রীষ্ট।
যে হও সে হও মোর দূর কর কষ্ট॥

প্রাতঃকালে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা গো পরম পিতা পৃথিবীর সার
কোটি কোটি প্রণিপাত চরণে তোমার॥

তব পাদ পদ্মে প্রভো এই ভিক্ষা চাই।
অদ্যকার দিবানিশি সুখেতে কাটাই ॥
মিথ্যাকথা ব্যবহার যেন নাহি করি।
পরহিংসা পরনিন্দা যেন পরিহরি।
পরের সুখেতে আমি কাতর না হই।
অপরের হিতে রত যেন সদা রই ॥
গুরুজন প্রতি যেন অভক্তি না করি।
পর দোষ যেন আমি কখন না ধরি ॥
অলীক আমোদে মত্ত কভু নাহি হই।
সত্‌কাজে যেন পিতা আমি সদা রই ॥
ঘুচাতে পরের দুঃখ হয় মম মন।
অনিষ্ট কাহার যেন না করি কখন ॥
অপ্রিয় বচন যেন কাহাকে না বলি।
কপটতা ছলনায় কারে নাহি ছলি ॥
সকলেরে সমভাবি যে হয় যেমন।
নিষ্ঠুরতা ব্যবহার না করি কখন ॥
দীন হীন প্রতি যেন দয়া মোর রয়।
রাখ হে জগত নাথ আমার বিনয় ॥
যেরূপ অবস্থা যেন থাকি সেই মত।
উচ্চ আশা কভু মনে না হয় উদিত ॥
আপনাকে বড় আমি নাহি ভাবি মনে।
সর্ব্বদাই থাকি যেন বিনীত বদনে ॥

পতিপদ সেবাতেই রহে হে যতন।
কদাচ না বলি যেন তাঁরে কুবচন॥
সম স্নেহ করি যেন পুত্র ও কন্যায়।
যে প্রকার দেছ প্রভু ভার গো আমায়॥
সকল কার্য্যের পূর্ব্বে তোমাকে স্মরণ।
সততই করে যেন আমার এ মন॥
সর্ব্বদাই ন্যায়পথে থাকে যেন চিত।
অবোধের মত কথা না হয় নিঃসৃত॥

স্বজাতি যুবতীগণের প্রতি হিতোপদেশ।

এই প্রদেশের ও পূর্ব্ব অঞ্চলের অনেক লোকের মনে এরূপ ভাব বদ্ধমুল আছে যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষায় নানা অনিষ্ট ঘটনা হয়। এ কথাটী যে একবারে অমূলক নয় তাহা কোন কোন স্থলে ঐ শিক্ষার কুফল ফলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ ঘটনা অধিক দেখা যায় না। ক্রমে স্ত্রীলোকেরা রীতিমত উচ্চ শিক্ষা পাইয়া ঐ দোষ পরিহার করিতেছে। কোন বিষয়ই একেবারে সুসিদ্ধ হয় না, যদিও কখন কখন স্ত্রীশিক্ষার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া একেবারে কর্ত্তব্য নহে, এমন সংস্কার মনে রাখা উচিত নহে। বিদ্যাশিক্ষায় চরিত্র অসৎ হয় না,

কেবল অল্পশিক্ষার দোষেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। যদি স্ত্রীলোক দিগকে ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে আর তাহাদের চরিত্রগত তাদৃশ দোষ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বিদ্যা-শিক্ষার ফলে তাহাদিগের স্বভাব যে পরিশুদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সামান্য শিক্ষায় যে বহু দোষ জন্মে, তাহা অনেকে বিদিত আছেন। জনৈক ইংরাজ কবি কহিয়া গিয়াছেন ঃ—

সামান্য বিদ্যার অতি ভয়ঙ্কর ফল।
ডুবিবে গভীর কিম্বা না ছোবে সে জল॥

কেবল বিদ্যাশিক্ষায় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে শোধিত হয় না, তৎ-সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষারও আবশ্যক। এতাদৃশ শিক্ষা ব্যতীত কখনই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মায় না। সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কত স্ত্রীলোকে কতরূপ অনিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। তাহারা পরের নিন্দা, হিংসা, কলহ ইত্যাদিতে রত থাকে এবং কিরূপে সংসার করিতে হয় তাহা জানে না, ও তাহা জানিবেই বা কিরূপে? কেহ বা দ্বিতীয়ভাগ পাঠ করিয়াই শিক্ষার চূড়ান্ত করিয়াছে, কেহ বা শিশুবোধ অধ্যয়ন করিয়া সকল বিদ্যা শেষ করিয়াছে এবং সেইরূপ স্বল্প শিক্ষা করিয়া নানারূপ কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিলে স্বভাব যে অসৎ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? যখন পুরুষেরা এত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও নানা ভাষায় পার-দর্শী হইয়া তাঁহাদের স্বভাব ভাল রাখিতে পারেন না, তখন

স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকে কিপ্রকারে তত অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া সতত পবিত্র থাকিবে ? তাহাদের যদি বাল্যাবধি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করা হইত, তাহা হইলে কখনই তাহাদের অসৎ চরিত্র দৃষ্ট হইত না। এক্ষণে পুরুষ-স্কুলে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করিবার নিয়ম নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের বিদ্যালয়ে যদি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে স্ত্রীলোক-দিগের আর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক ধর্ম্ম ভয় থাকা আবশ্যক। এখন আমরা যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি, বোধ করি আমাদের কন্যা ও বধূগণ আর এই ভাবে থাকিতে চাহিবে না। তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা চাহিবে ও সময়ক্রমে তাহা পাইলেও পাইতেও পারে। তবে এই বেলা তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদান না করিলে ভাবী অনিষ্টপাতের মূল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখ ধর্ম্ম বিনা শুধু বিদ্যায় মানবগণ শোভা পায় না, এবং বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা বিদ্যার দ্বারায় সকল সদ্‌গুণ আকর্ষণ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করে। দেখ পূর্ব্বাবধি অন্তরে যদি ধর্ম্মজ্ঞান না থাকে তবে পশ্চাতে বহুকষ্টে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্মভয়ে ভীত থাকিলে কখনই মনে কুভাবের উদয় হয় না। মনঃক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া তাহাতে নীতিবারি সিঞ্চন করিলে অবশ্য সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। যদি পুরুষ-স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইত ; তাহা হইলে বোধ করি তাঁহাদের কাহাকেও অসৎ চরিত্রের জন্য ক্লেশ

পাইতে হইত না। এক্ষণে কোন্ ধর্ম্ম ভাল ও কোন্ ধর্ম্ম মন্দ তাহা আমি বলিতে পারি না, যিনি যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন তিনি তাহাই উৎকৃষ্ট বোধ করিয়া তাহাতেই তাঁহার দৃঢ়ভক্তি রাখা উচিত। সকল ধর্ম্মেই পাপ ও পুণ্যের ফলাফল লেখা আছে। রামায়ণে লেখা আছে যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পাপের ফল বাইশগুণ অধিক। এক্ষণে ভগ্নীগণ! তোমরা নিজ নিজ বালকবালিকাগণকে কিছু কিছু ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ কর, তদ্দ্বারা তাহারা পশ্চাতে পরম সুখে কাল-যাপন করিবে। যাঁহারা নিজে ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারা যেন, পুস্তক, অধ্যয়ন করিয়া ঐ মহারত্ন লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা পুত্রকন্যাগণকে বিভূষিত করেন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। বালক বালিকাগণ জননীর নিকটে নানা বিষয়ে উপদেশ পাইলে যেরূপ হিতসাধন হয়, তদনুরূপ আর কিছুতেই হয় না ; অতএব জননীর বিশেষ কর্ত্তব্য সন্তানগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান প্রদান করেন। ভগ্নীগণ! আমি যে তোমাদের উপদেশ দি এমত ক্ষমতা আমার নাই, তবে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাই কহিতেছি, ইহা যেন তোমাদের অন্তরে চির-দিন অঙ্কিত থাকে, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। দেখ ভগ্নীগণ! সামান্য বিদ্যালাভ করিয়া কত লোক কত লোকের মনে কষ্ট দিয়াছে, তাহা বোধ করি অনেকেই জ্ঞাত আছ। ধর্ম্ম বিনা কখনই চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় না, ধর্ম্ম মানবগণের অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। এস্থলে সুলভ পত্রিকা হইতে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি।

'বাল্যকাল হরিলে হে ক্রীড়ার প্রসঙ্গে।
যৌবন হরিলে সদা মদগর্ব্ব রঙ্গে॥
বার্দ্ধক্য হরিলে হায় চিন্তার তরঙ্গে।
প্রণয় করিবে কবে পরমার্থ সঙ্গে॥
ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন।
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন॥
অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন।
যাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন॥
জ্ঞানিলোক লোকান্তরে করিলে গমন।
কীর্ত্তি তার ধরাতলে করয় রমন॥'

অতএব ধর্ম্মরূপ অলঙ্কার ভিন্ন কখনই মানবগণকে সুন্দর দেখায় না।

যেমন মাখাল ফল দেখিতে সুন্দর।
গুণহীন ব'লে তার নাহি সমাদর॥

স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম পতিসেবা, এই ধর্ম্ম লাভ করিতে অর্থব্যয় নাই এবং উপবাসও করিতে হয় না, অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাণক্যপণ্ডিত তাঁহার পুস্তক মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

'কুরূপ কোকিল বটে তার রূপ স্বর।
পতিভক্তি অবলার রূপ মনোহর॥'

যখন পতি রাজকার্য্য, কি বিষয়কার্য্য করিয়া গৃহে আগমন করিবেন, তখন তাঁহাকে যেন কোন রূপ কষ্ট না দেওয়া হয়, তাঁহার শ্রমজনিত ক্লেশদূর করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করেন। সে সময় কটু কি অপ্রিয় বাক্য যেন না বলা হয়। উত্তম গহনার জন্য, কি ভাল বস্ত্রের জন্য কেহ যেন জ্বালাতন না করেন। তখন তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখ, যেমন স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার জগদীশ্বর স্বামীর উপর অর্পণ করিয়াছেন, তেমন পরমপিতা স্ত্রীকেও স্বামীর দুঃখ দূরকরণের অধিকারী করিয়াছেন। তাহার পতির হিতসাধন করা সতত কর্ত্তব্য এবং কিরূপে তাঁর কষ্ট লাঘব হইবে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়াও কর্ত্তব্য, কেহ যেন পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার না করেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র লীলাবতী নাটকে সারদানাম্নী একটী স্ত্রীর চরিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ স্ত্রী যেমন কুপথগামী পতিকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন, তদনুরূপ সকল স্ত্রীলোকেরই নিরাশ না হইয়া সাধ্যানুসারে পতির দোষ সংশোধনে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুরুষ সতত কিসে ধন, মান, যশঃ উপার্জ্জন করিবেন সেই সমস্ত বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকেন, এমত অবস্থায় স্ত্রী যদি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মিষ্ঠা এবং সদগুণে ভূষিতা হন, তবে তাঁহাকে আর সংসারের বিষয় কিছুই দেখিতে হয় না, তাঁহার নিজ কার্য্যের উপর যদি আবার সাংসারিক কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিতে হয়, তবে তাঁহার পরিশ্রম অধিক হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। অত-

এব পত্নীর সর্ব্বদা সেই সমস্ত ক্লেশ দুর করা ও নানারূপ গুণে গুণান্বিতা হইয়া তাঁহাকে সুখে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ না করিলে কখনই এই সমস্ত কঠিন কার্য্যে পারগ হওয়া যায় না। ভগ্নীগণ! তোমরা সতত তোমাদের কন্যাগণকে সাংসারিক বিষয়ে ও ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে নানা গুণাভরণে ভূষিত কর এই আমার একান্ত বাসনা; কেবল দেবার্চ্চনা করিলেই ধার্ম্মিকা হওয়া যায় না, তৎসঙ্গে এই গুণগুলি থাকাও আবশ্যক। ক্রোধ সম্বরণ করা ও মিথ্যাবাক্য হইতে দূরে থাকা, সতত বিনয়বাণী ব্যবহার করা, কটুকথা পরিত্যাগ, সমস্ত গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, পরহিংসা, পরনিন্দা পরিহার করা এবং কাহারও মনে ব্যথা না দেওয়া, কোন গুরুজন মন্দ বাক্য কহিলে, প্রত্যুত্তর প্রদান না করা কর্ত্তব্য! গুরুজনের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা ও কলহ উপস্থিত হইতে পারে ও তাহার দ্বারায় গুরুজনের মানের লাঘব হইতে পারে। কলহে মোহিত হইলে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসৎকথা মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, অতএব গুরুজনের বাক্যের উত্তর প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভগ্নীগণ! তোমরা সর্ব্বদা এই সমস্ত মন্দ কাজ হইতে দূরে থাকিবে, তবে ধার্ম্মিকা হইতে পারিবে। আপনার দোষ আপনি ব্যতীত অন্য কেহ সংশোধন করে এরূপ কাহারও সাধ্য নাই। এমন কি, যে পতিকে ঈশ্বর স্ত্রীর ভার বহন করিতে অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারও ক্ষমতা নাই যে স্ত্রীকে পাপ ও

নিন্দার কার্য্য হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ঐ সমস্ত কার্য্যে আপনি যত্ন না করিলে কখনই সক্ষম হইতে পারা যায় না। আপনি আপনার পরম হিতকারী বন্ধু, আপনি সেই অসীম ক্ষমতা যাহাতে সুচারুরূপে প্রাপ্ত হইতে পার এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপনার পুত্র কন্যাদিগের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে, তাহাদের গুণ ও দোষ সতত দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দোষ হইতে দূরে রাখিবে। যাহাতে তাহারা অন্যায় কর্ম্ম না করে এমত উপদেশ প্রদান করিবে, মাতার যে সমস্ত দোষ ও গুণ সন্তানেরা সর্ব্বদা দর্শন করে তাহারা প্রায় সেই সমস্ত দোষ গুণ অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা যেন কোনক্রমে মাতার দোষ লক্ষ্য করিতে না পারে, সে বিষয়ে সদা সাবধান থাকিবে ও সর্ব্বদা পুত্রকন্যাগণকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিবে। মূর্খ স্ত্রীলোকে যদ্যপি একটা অন্যায় কর্ম্ম করে, তবে তাহা সহ্য করা যায়, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি কেহ অহিতাচরণ করে, তাহা অতি চক্ষুশূল হয় এবং তাহাতে বিদ্যারও প্রতি ঘৃণা জন্মায়। ভগ্নীগণ! তোমরা যদি ধার্ম্মিকা হইতে চাও, তবে তোমাদের মুখ হইতে যেন অসাধু, অশ্লীল ও ঘৃণাজনক লজ্জাহীন বাক্য নির্গত না হয়। সাধু-ব্যক্তির মুখ হইতে অসাধু বাক্য নিঃসৃত হইলে অতিশয় কুৎসিত শুনা যায়। ভগ্নীগণ! সহ্য গুণ যেন তোমাদের শরীরে সতত অবস্থিতি করে, এবং আমরা যখন বাল্যকালে সেঁজুতি ব্রত করিয়াছিলাম ও বর মাগিয়াছিলাম, "যে পৃথিবীর মত ধৈর্য্য-

গুণ প্রাপ্ত হই ও সীতার মত সতী হই," সেই কথা যেন যাবজ্জীবন অন্তরে জাগৃত থাকে। আর দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কেমন সহ্যগুণে সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছয় জনেই স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যতীত অপর কেহই শরীর লইয়া স্বর্গে যাইতে পারেন নাই, সকলেই স্থানে স্থানে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল তিনি একমাত্র সশরীরে গমন করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পথিমধ্যে কত বারাঙ্গনার ছলনায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও সহ্যগুণে কিছুতেই তাঁর মন মোহিত হয় নাই। তিনিঅনায়াসেই ঐ কুহকিনীদের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বনবাস কালে যখন ভীম ও অর্জ্জুন কষ্টে নিতান্ত অসহ্য হইয়া কহিতেন যে, 'ক্ষত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন বীর্য্যহীন কাপুরুষের ন্যায় কেন থাকিবেন?' তখন ঐ মহারাজা নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদের সান্ত্বনা করিতেন। যখন দ্রৌপদী অতি কাতরে কহিতেন যে, আমার ন্যায় রাজকন্যা ও রাজপত্নী হইয়া কেহ কখন এরূপ কষ্ট সহ্য করে নাই, তখন মহাত্মা কতই মিষ্টভাষে তাঁহাকে তুষ্ট করিতেন, যদিও মহাভারতের স্থানে স্থানে অশ্লীল কথা ব্যবহার আছে, তথাপি আমাদের উহাকে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নয়, মন্দ কথাগুলি পরিত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভাল কথা ব্যবহার আছে সে গুলি বাছিয়া হৃদিমধ্যে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। ভগ্নীগণ যদি তোমরা ধার্ম্মিকা হইতে চাহ, তবে যে কোন ব্যক্তি তোমাদের অপকার করিবে, তোমরা তাহার

উপকার করিবে। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন, 'যদি কেহ তোমার বাম গালে চড় মারে, তুমি তাহাকে দক্ষিণ গাল ফিরাইয়া দিবে এবং যদি তোমরা কাহাকে কিছু দান কর, তাহা দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিবে, কিন্তু বাম হস্ত যেন উহা জানিতে না পারে, অর্থাৎ সেই কথা কাহাকে কহিবে না। জাঁক করিবে না, কেবল জগদীশ্বর জানিবেন আর তুমিই জানিবে'। আর দেখ ভগ্নীগণ আমাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহকার্য্যে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রাচীন লোকের মনে উহা স্ত্রীশিক্ষার দোষে ঘটনা হয় এরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে। কেবল লেখাপড়া কি পশমের কার্য্য করায় বিশেষ উপকার নাই, গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অবসর সময়ে বিদ্যা-শিক্ষা, কি শিল্পকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এরূপ করিলে কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না। যাহার অবস্থা ভাল তার বরং কেবল লেখাপড়া লইয়া থাকিলে চলিতে পারে, কিন্তু যাহার অবস্থা তেমন নয় তাহার ঐরূপ ব্যবহার করা অন্যায়, তাহাতে আত্মীয়গণের মনে ক্লেশ এবং সংসারেরও নানারূপে ক্ষতি হইয়া থাকে।
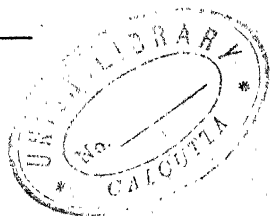
কোন কারণবশতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম, তথায় বালিকাবিদ্যালয়ের অভাব থাকায়, তাহা সংস্থাপনের চেষ্টা করায় তৎপ্রদেশবাসীরা যে আপত্তি করে উহা খণ্ডন উপলক্ষে নিম্ন কয়েক পংক্তি লেখা হয়।

শুন যত ভগ্নীগণ, এই মম আকিঞ্চন,
ধর্ম্মরূপ রত্ন রাখ হৃদয় মাঝার।
তব পুত্র কন্যাগণে, ধনী কর এই ধনে।
একান্ত জানিবে সবে মিনতি আমার।
সতীত্ব ভূষণ পরি, থাক দিবা বিভাবরী,
ত্রেতা যুগে যেইরূপে রামের প্রেয়সী।
সহ্য গুণ সর্ব্বক্ষণ, রাখিবে করি যতন,
যে গুণেতে যুধিষ্ঠির খ্যাত দশদিশি।
যত দুঃখ দুর্য্যোধন, দিয়াছিল নিদারুন,
তথাপি তাঁহার চিত্ত করেনি অস্থির।
কাড়িয়া লইল রাজ্য, দুঃখ দিল যে অসহ্য,
কলিযুগে নাহি কেহ তাঁর মত ধীর।
সতত পরের হিতে করিবে যতন,
অপরের অপকারে যাবে না কখন।
অন্ধ খঞ্জ নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের প্রতি,
উপকার ব্রতে যেন সদা হও ব্রতী॥

মিথ্যাবাক্য হতে দূরে ক'রো পলায়ন।
পরহিংসা, পরনিন্দা না কর কখন॥
কাহাকে বল না কভু নিষ্ঠুর বচন।
কখন কাহার মনে দিওনা বেদন॥
গৃহকার্য্য সমুদয় করি সমাপন।
তদন্তরে করিবেক শিল্প অধ্যয়ন॥
ভক্তি প্রকাশিবে সদা গুরুজন প্রতি।
সতত ঈশ্বর পদে করিবে প্রণতি॥
সংসারের রীতি এই শুন ভগ্নীগণ।
সাবধানে এই কার্য্য কর সম্পাদন॥
শাশুড়ীকে জানিবেক জননী সমান।
দেবর ননদ প্রতি হবে যত্নবান॥
ভাশুর শ্বশুর পদে ভক্তি সদা কর।
কখন কাহার দোষ যেন নাহি ধর॥
লোক জন প্রতি কর প্রিয় আচরণ।
দোষ হরি গুণ যাহা করিবে গ্রহণ॥
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কর যত আত্মগণে।
সকলের প্রিয় হও সদা নম্র গুণে॥

মহারাণীর এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ।

ভিক্টোরিয়া মহারাণী ভারত জননী।
এম্প্রেস উপাধি নিলে কাগজেতে শুনি ॥
আনন্দিতা হইয়াছি মোরা অতিশয়।
এ ক্ষুদ্র রচনা দ্বারা ব্যক্ত নাহি হয় ॥
ধন্য ধন্য রাজকন্যা গর্ব্ভে জন্মেছিলে।
নারীকুল মুখোজ্জ্বল তুমিই করিলে ॥
পূর্ব্বেতে যবন রাজ্যে কষ্ট ছিল যত।
সে দুঃখ করিছ দূর তুমি অবিরত ॥
সুখেতে রাজত্ব কর লয়ে আত্মগণ।
প্রজাদের হিতে যেন বাড়ে মা যতন ॥
প্রার্থনা মোদের এই শুন গো জননী।
তব রাজ্যে অবিচার যেন নাহি শুনি ॥
আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ।
যেন নাহি করে কা'র অনিষ্ট সাধন ॥
বিনা দোষে অপমান কা'র নাহি হয়।
মোদের বাসনা এই জানাই তোমায় ॥
আর এক কথা মাতা করি নিবেদন।
দয়া করি যদি হেথা কর আগমন ॥
হবে কি গো প্রজাদের হেন ভাগ্যোদয়।
নিজে এসে দেখিবেন রাজ্য সমুদয় ॥

দেখিব কেমন সেই রাজ্যের ঈশ্বরী।
যাঁর পুণ্যে এই রাজ্যে সুখে কাল হরি॥
রাজ্ঞীর পবিত্র মুখ করি দরশন।
সার্থক হইবে এই যুগল নয়ন॥

---

৮ রামমোহন রায়।

হা! রামমোহন রায়, গুণাকর মহাশয়,
জননীর মুখোজ্জ্বল পুত্র ছিলে তুমি।
তব তুল্য পুত্র মার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
তোমাতে পবিত্র হয় এই জন্মভূমি।
ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ব্যক্ত করি; অক্লেশে বৈকুণ্ঠপুরী,
জননীরে পরিহরি কোরেছ গমন।
তাহাতে বা কষ্ট কত, সহিয়াছ অবিরত,
সাধ্য নাহি হয় কার করিতে বর্ণন।
বডিগার্ড সঙ্গে করি, যেতে হোতো রাস্তাপরি,
মারিতে তোমায় হায় সাজে কত জন।
হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী বলি, সবে ক'রে বলাবলি,
এক ঐক্য হয়েছিল যত হিন্দুগণ,
তথাপি ঐ ধর্ম্ম প্রতি, একাগ্র চিত্তেতে ব্রতী,
কোরে ছিলে তুমি আহা কত যে যতন।
এত বিঘ্ন সহ্য করি, হায় তব তদুপরি,
একান্তই দৃঢ় ছিল তোমার সে মন।

আহা কি সংগীতগুলি কোরেছ রচন।
যখনি পড়িতে যাই মুগ্ধ হয় মন ॥
কি বা চমৎকার ভাব আহা মনোহর।
পাঠ মাত্র ভক্তি জন্মে ঈশ্বর উপর ॥
চিনেছ সার্থক তুমি জগত পিতায় !
প্রচারিলে তাঁর গুণ প্রথম ধরায় ॥
অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছ কত।
প্রতিষ্ঠা করিতে এই সুদুরুহ ব্রত ॥
যশঃ কীর্ত্তি রাখি স্বর্গে করেছ গমন।
ধন্য হে ধার্ম্মিক তুমি রাজা রামমোহন ॥
নানা ধর্ম্ম নানা শাস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দুর্গম জলধি পারে করেছ গমন ॥
লণ্ডনের রুদ্ধ দ্বার করি উদ্ঘাটন।
প্রথম বাঙ্গালি তুমি কোরেছ গমন ॥
জীবন থাকিতে মৃত্যু কোরেছ রহিত।
সতী যারা দগ্ধ হোত পতির সহিত ॥
বিস্তারিয়া যশঃ রাশি ভারত মাঝার ;
সাগরের পারে মৃত্যু হইল তোমার ॥
বৃষ্টল নগরে হয় সমাধি স্থাপন।
অদ্যাপি তথায় তুমি রহেছ স্মরণ ॥
বিলাত নিবাসী যত সভ্য সাধুজন।
"গ্রেট হিন্দু" বলে তারা করয়ে ঘোষণ ॥

পুত্র ও কন্যাগণের প্রতি জননীর হিতোপদেশ।

প্রিয় পুত্র কন্যাগণ এই মম আকিঞ্চন,
অবধান কর যত্ন করি।
যিনি জগতের পতি, তাঁর পদে রাখ মতি,
ভক্তি কর সদা তদুপরি॥
তাঁর স্নেহে হবে সুখ, নাহি পাবে কোন দুখ,
নিশ্চয় জানিবে এই মনে।
জীবগণ মুক্তি পায়, যাঁহার যুগল পায়
প্রণতি করহ সে চরণে॥
গর্ব্ভেতে জন্মায় জীব যখন উদরে।
স্তনে দুগ্ধ বিতরণ যেই জন করে॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া যাহা করিবে আহার।
অগ্রেতে যোগান তাহা যেই গুণাধার॥
মম মনে স্নেহ যাহা তোমাদের প্রতি।
তিনিই দেছেন মোরে অগতির গতি॥
যে রূপে পালন করি তোমাদের আমি!
অর্পণ করেছে সেই জগতের স্বামী॥
তিনি করিছেন ইহা আমার দ্বারায়।
কোটি কোটি প্রণিপাত কর তাঁর পায়॥
তাঁর তুল্য বন্ধু নাই জগত ভিতর।
একমাত্র সেই প্রভু ডাক নিরন্তর॥

মম অনুরোধ রাখ পুত্র কন্যাগণ।
দিবানিশি কর তাঁর চরণ বন্দন ॥
ইহকাল পরকাল দুই সুখে যাবে।
তাঁর আশীর্ব্বাদে কভু দুখ নাহি পাবে ॥
এই বাক্য শিরোপরি করহ স্থাপন।
মুহুর্ত্তেক যেন নাহি হও বিস্মরণ ॥
বিদ্যা শিখিবারে সদা করহ যতন।
পাইবে পশ্চাতে সবে অমূল্য রতন ॥
তাহাতে জানিতে পাবে ঈশ্বরের গুণ।
নানাবিধ শাস্ত্রে তবে হইবে নিপুণ ॥
জ্ঞান জন্মিবেক হৃদে অতি চমৎকার।
কোন বিঘ্ন তোমাদের ঘটিবে না আর ॥
জানিবেক পৃথিবীর যত বিবরণ।
কি সে হয় জোর ভাঁটা কেমনে গ্রহণ ॥
কোথা আছে নদ নদী কোথা গিরিবব।
কোন্ গুণ আছে কোন্ তরুর ভিতর ॥
কোথায় সাগর হ্রদ কোথা কোন্ দেশ।
পড়িলে জানিতে পাবে তাহার বিশেষ ॥
চারি বেদে চারি যুগে আছে যে পুরাণ।
সকলই জ্ঞাত হবে করি অধ্যয়ন ॥
ক্ষমতা হইবে তাহা করিতে বর্ণন।
আরো শিখি আরো লিখি হইবেক মন ॥

বাড়িবেক বিদ্যা ধনে যতই যতন।
ক্রমশঃ আনন্দ নীরে হইবে মগন॥
জ্ঞানী বলে প্রশংসা যে হইবে অপার।
সকলে ঘুষিবে যশঃ তোমা সবাকার॥
শুনিলে প্রফুল্ল হবে অন্তর আমার।
অধিক বাসিব ভাল জানিবেক সার॥
যাহা চাবে তাহা আমি করিব অর্পণ।
তাহাতে অন্যথা নাহি হবে কদাচন॥
পিতা তোমাদের সদা করিবে আদর।
পাইবে তাঁহার কাছে স্নেহ নিরন্তর॥
সর্ব্বদা তাঁহার কথা করিবে শ্রবণ।
সন্তোষ হইয়া আজ্ঞা করিবে পালন॥
উত্তম গহনা পাবে উত্তম বসন।
ঘড়ীচেন্ অঙ্গুরীয় যাহা প্রয়োজন॥
না হবেন বিরক্ত কভু তোমাদের প্রতি।
ক্রমশঃ যতন তাঁর বাড়িবেক অতি॥
প্রাণাধিক পুত্র কন্যা ধর এ বচন।
সুখেতে থাকিবে সবে যাবত জীবন॥
মারি ধরি তিরস্কার করি আমি যাহা।
তোমাদের হিত তরে জানিবেক তাহা॥
সেই জন্য বিষাদিত হওনা কখন।
নিজ দোষ সংশোধনে করিবে যতন॥

যেই দোষ দেখে আমি হইব বেজার।
হেন কর্ম্ম কভু যেন নাহি কর আর॥
মিথ্যাকথা ব্যবহার কর না কখন।
তাহাতে পাইবে শাস্তি ঈশ্বর সদন॥
যেই বিভু করেছেন জগত সৃজন।
পাপ পুণ্য সদা তিনি করেন দর্শন॥
যদিও মনুষ্য তাহা দেখিতে না পায়।
লুকাইতে নাহি পারি কখন তাঁহায়॥
মিথ্যাবাদী বলি লোকে করিবেক ঘৃণা।
সত্য কথা কহিলেও বিশ্বাস হবে না॥
পরনিন্দা মুখে আনা উচিত না হয়।
তাহাতে অনন্ত পাপ জানিবে নিশ্চয়॥
অপরের গ্লানি কভু কর'না রটন।
পরেব প্রশংসা সদা করিবে ঘোষণ॥
পরের দ্রব্যেতে যেন লোভ নাহি কর।
পরধন বিষতুল্য ভাব নিরন্তর॥
বিষেতে যেমন হয় প্রাণের বিনাশ।
পরধন হরণেতে ধর্ম্ম করে নাশ॥
যারা চুরি করিয়াছে অপরের ধন।
কারাগারে করিয়াছে তাহারা গমন॥
কষ্ট পাইতেছে তথা অতি নিদারুণ।
না বুঝে কুকাজ ক'রে শেষে হয় খুন॥

কোথা আছে মাতা পিতা কোথা দারাসুত।
কারাবাসে ক্লেশ পায় তারা অবিরত ॥
অতএব সাবধান, না হয় মনন।
কভু যেন পরদ্রব্য করিতে হরণ ॥
সময়ে আহার কর সময়েতে স্নান।
অবসরে খেলা কর সময়ে শয়ান ॥
অনিয়মে পীড়া হয় জানিবে নিশ্চয়।
নিয়মে থাকিলে পরে দীর্ঘ আয়ু হয় ॥
বেশি রাত্র জাগরণ না হয় উচিত।
পরিমিত পানাহার অতি সুবিহিত ॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয়।
অপরের হিংসা করা উচিত না হয় ॥
দেখিয়া অন্যের সুখ যদি কর দুখ।
ঈশ্বর হবেন তাহে তোমায় বিমুখ ॥
পরসুখে সুখী হও পরদুখে দুখী।
করিবেন জগদীশ তোমাদের সুখী ॥
পরদ্রব্য দেখি যেন না বল এমন
"ওর আছে মোর নাই কেন এই ধন ॥"
"ও খায় এমন খাদ্য আমি নাই পাই।"
"উহার সমান সুখী আর কেহ নাই ॥"
হিংসা রিপু স্থান যেন না পায় অন্তরে।

সরল মনেতে শুধু ইথে মলা ধরে ॥
কলহ ক'রনা কভু ভ্রাতা ভগ্নী সনে।
তাহাতে অনিষ্ট হয় জানিবেক মনে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুজন হন অতিশয়।
তাঁরে কুবচন বলা উচিত না হয় ॥
কিন্তু মান্য নাহি থাকে কলহ সময়
অতএব সাবধান হবে এ বিষয় ॥
ইথে রত যেন কভু নাহি কর মন।
বিবাদের নিকটেতে যেওনা কখন ॥
ছোট ভ্রাতা ভগ্নী হয় স্নেহপাত্র অতি।
যতন করিবে সদা তাহাদের প্রতি ॥
সতত তাদের হিতে রাখিবেক মন
কদাচিত দোষ যেন না কর গ্রহণ ॥
যদি কোন অপরাধ কর দরশন।
অবোধ বলিয়া তাহা করিবে মার্জ্জন ॥
মনে দুঃখ দিও নাকো কার কদাচন।
সকলেরে প্রিয় বাক্যে কর সম্ভাষণ ॥
নিষ্ঠুর বচন বলা না হয় উচিত।
যে যেমন তার মান রাখ সমুচিত ॥
প্রিয় বাণী কি মধুর যুড়ায় শ্রবণ।
যার প্রতি বল তার তুষ্ট হয় মন ॥
অর্থব্যয় নাহি হয় ইহার দ্বারায়।

মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কর তোমরা সবায় ॥
শিক্ষকের আজ্ঞা সদা করিবে পালন।
মাতা পিতা সমগুরু হন সেই জন ॥
অন্তরেতে স্নেহ যদি নাহি থাকে তাঁর।
বিদ্যা উপার্জ্জন করা হবে অতি ভার ॥
অবহেলা না করিবে তাঁহার বচনে।
নম্র ভাবে কথা কবে সদা তাঁর সনে ॥
কটুবাণী যদি তিনি বলেন কখন।
তাহে না করিবে কভু ক্রোধযুক্ত মন ॥
সেই বাক্য হিত হেতু জানিবে নিশ্চয়।
রাগ করা তাহে কভু উচিত না হয় ॥
ক্রোধ রিপু বশ যেন না হও কখন।
উহার দ্বারায় হয় অনিষ্ট সাধন ॥
ক্রোধভরে কতলোক গেছে পলাইয়া
মাতাপিতা পরিহরি বিবাগী হইয়া ॥
হইলে উহার বাধ্য জ্ঞানশূন্য হয়।
অত্যাচার অবিচার কতই করয় ॥
এই রিপু হতে দূরে থাকিবে সতত।
কদাচিত যেন ইথে নাহি হও রত ॥

জানকীর অশোকবনে খেদ।

কোথা রাম রঘুপতি কমললোচন।
এ সময় আসি দেখা দেহ প্রাণধন ॥
তুমি বিনা এ দাসীর আর নাহি গতি।
ত্বরায় আসিয়া মোর ঘুচাও দুর্গতি ॥
দুষ্ট নিশাচর এবে বলে ধরি আনি।
কহিতেছে কত শত মর্ম্মভেদী বাণী ॥
সতত আসিয়া কাছে তার চেড়ীগণ।
বলিতেছে আমারে যে ভজিতে রাবণ ॥
সঁপিয়াছি মন প্রাণ তোমার চরণে।
তুমি বিনা চাহি নাই কভু অন্যজনে ॥
দিবাকর উঠে যদি পশ্চিম অঞ্চলে।
তথাপি সীতার মন রাবণে না টলে ॥
শশধর ধরা যায় হস্ত উত্তোলনে।
তথাপি রাক্ষস স্থান না পায় এ মনে ॥
মাতৃ স্নেহ লুপ্ত হয় সন্তানের প্রতি।
তথাপিও নিশাচরে না যাইবে মতি ॥
এই কথা শেল সম বিন্ধিতেছে বুকে।
নয়নের নীরে ভাসি বাক্য নাহি মুখে ॥
শূর্পনখা নাক্ কান্ কাটেন লক্ষ্মণ।
সেই বেটী আসি-মোরে করয় গর্জ্জন ॥

তাহার দ্বারায় মম ঘটে এ অবস্থা।
দুই ভাই আসি শীঘ্র করহ ব্যবস্থা॥
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতর,
নিশ্চয় রাবণ বেটা যাবে যমঘর।
কোথায় জনক রাজা পিতা মহাশয়,
কৃপা করে ত্রাণ কর আসি এ সময়।
কোথায় পৃথিবী সতী জননী আমার,
তনয়ার দুঃখ মাতা দেখ একবার।
শ্বশুর ঠাকুর কোথা দশরথ রাজা
হের আসি তব বধূ কত পায় সাজা।
কোথায় রহিলে মাগো কৌশল্যা শাশুড়ী।
কি যাতনা পাইতেছি দেখ দৃষ্টি করি॥
তোমাদের স্নেহ পাত্রী আমি অতিশয়।
রাবণের চেড়ী হস্তে জীবন সংশয়।
কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ।
আমাদের দুঃখ নীরে করিয়া মগন॥
কুঁজীর মিটেছে সাধ এতদিন পরে।
দিয়াছে অনেক কষ্ট যেই বুদ্ধিধরে॥
কোথা রাম রাজা হবে কোথা বনবাসী।
অনুগামী হয়ে সঙ্গে এসেছিল দাসী॥
অযোধ্যার রাণী হব যত ছিল সাদ্।
মধ্যমা শাশুড়ী তাহে ঘটালে প্রমাদ॥

তদুপরে পুনারায় এতেক যন্ত্রণা।
পাপাত্মা রাক্ষস দিলে করিয়া মন্ত্রণা॥
হেন কালে কোথা রাম বীরচুড়ামণি।
নয়নের নীরে মোর তিতিছে মেদিনী॥
তুমি মম ধ্যান জ্ঞান হৃদয় মালিক।
তোমা বিনা বেঁচে আমি ধিক শত ধিক॥
তপ যপ তুমি মোর তুমি হে দেবতা।
আমি অতি অভাগিনী সে পদে বঞ্চিতা॥
এ সময় যদি এস অখিল তারণ।
নিরখি সে পদ করি জীবন ধারণ॥
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর প্রাণ মাত্র আছে।
তাহাও নির্গত হবে চেড়ীদের কাছে॥
নিতান্ত দুঃখিনী আমি বিধি মোরে বাম।
আর না দেখিতে পাব দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
গৃহ সুখ পরিহরি কাননবাসিনী।
যাঁর মুখ হেরে ছিনু তাহাতে সুখিনী।
সেই গুণাধার মম রহিল কোথায়।
সেবিতে যাঁহার পদ সদা দাসী চায়॥
তাহেও বৈমুখ বিধি হলো এ কপালে।
ইহার অধিক কিবা আছে মোর ভালে॥
হায় রে দারুণ বিধি কি কহিব আর।
এত দুঃখ লিখেছিলে অদৃষ্টে আমার॥

দশরথ পুত্রবধু শ্রীরামের নারী।
এত ক্লেশ দিলে তুমি ললাটে আমারি ॥
কি দিব তোমায় দোষ কপাল আপন।
পূর্ব্ব জন্ম পাপ ফল ফলিল এখন ॥
কোরেছিনু কত পাপ সংখ্যা নাই তার।
সেই তাপে দগ্ধ হয় জীবন আমার ॥
কোথায় দেবর আসি দেহ দরশন।
বিনা দোষে কহিয়াছি নিষ্ঠুর বচন ।।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি হে এখন।
একবার দেখা দাও ভাই দুই জন ।।
তাহাতে কি করিয়াছ তুমি রুষ্ট মন।
ভাবিয়াছ দেখা কিহে দিবে না কখন ।।
গুণের দেবর মম তেমন তো নয়।
আমি অতি অভাগিনী চিনি না তোমায় ।।
এবে দেখা দাও মোরে সুমিত্রা নন্দন।
রাবণ মারিয়া রক্ষা কর এ জীবন ।।
দুরন্ত রাক্ষস কোরে ছিল দুষ্ট সন্ধি।
না বুঝে আপনি তাহে হইলাম বন্দী ।।
বুঝাইলে নানামত তুমি যে আমায়।
অবোধ আমার মন চেতন না পায় ।।
রামচন্দ্র পতি যার আছে বিদ্যমান।
নিশাচর করে তার এত অপমান ।।

কোথা প্রাণাধিক পতি শ্রীরঘুনন্দন।
দেখ আসি অস্তমিত সীতার জীবন ॥
সিংহের বিক্রম সম তুমি বলবান।
রাবণের দর্প চূর্ণ কর ভগবান ॥
শৃগাল হইয়া নাথ হরিল আমায়।
ত্বরায় নির্ব্বংশ কর তুমি হে উহায় ॥
রঘুকুল বধূ আমি জনকের কন্যা।
তুমি হেন পতি যার ত্রিভুবনে ধন। ॥
এই খেদে দহিতেছে সদা মোর হিয়া
ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজি গরল খাইয়া ॥
তোমার অসাধ্য কি বা রাম গুণমণি।
তাড়কা বধিয়া রক্ষা করেছিলে মুনি ॥
তিন কোটী রাক্ষসেরে শমন ভবন।
করিয়াছ প্রাণনাথ তুমি হে প্রেরণ ॥
কাঠের তরণী তুমি কর স্বর্ণময়।
এত গুণ ধর প্রভু রাম দয়াময় ॥
অহল্যায় মুক্তি দিলে পদ পরশিয়া।
দাসীরে উদ্ধার কর রাবণ বধিয়া ॥
সামান্য মানব দেহ করিয়া ধারণ।
অবতীর্ণ মহীতলে তুমি নারায়ণ ॥
তোমা পতি পাই আমি কত তপস্যায়।
এখন বঞ্চিতা হনু বিধির বিধায় ॥

এমন পতির পদ হারাইয়া আমি।
যে যাতনা পাইতেছি জানে অন্তর্যামী ॥
কত কষ্ট পাইতেছ আমার কারণ।
ভ্রমিতেছ বনে বনে ভাই দুই জন ॥
কাহার সহায়ে হবে সাগরের পার।
ভাবিতেছ দিবানিশি রামগুণাধার ॥
দুস্কর সাগর দেখি অকুল পাথার।
কি প্রকারে প্রাণপতি হইবেন পার ॥
এ সকল দুঃখ স্মরি ওরে পোড়া প্রাণ।
এখন দেহের মধ্যে কর অবস্থান ॥
হেন কালে হিত বাণী বলে কোন জন।
দুই ভাই করিতেছ মোর অন্বেষণ ॥
এমন পাতকী আমি জন্মেছি ধরায়।
মম জন্য রঘুনাথ কত কষ্ট পায় ॥
রাখ হে দেবতাগণ আমার মিনতি।
লঙ্কা জয়ী হন যেন মোর প্রাণপতি ॥
পাপ শূন্য দেহ তাঁর অতি গুণাধার।
এ বিপদে রাখ প্রাণনাথে হে আমার ॥
পিতৃসত্য পালিবারে আইলেন বন।
সুখের বাসনা সব দিয়া বিসর্জ্জন ॥
জননী কাতরা হয়ে করেন বারণ।
পিতার পাপের ভয়ে না রাখে বচন ॥

এমন ধার্ম্মিক সেই মম প্রাণধন।
দয়াকর তাঁর প্রতি যত দেবগণ॥
ত্বরায় আসিয়া যেন শত্রু করি নাশ।
আমাকে লইয়া যান হইয়া উল্লাস॥
একান্ত প্রার্থনা এই চরণে সবার।
শ্রীরাম করেন যেন আমার উদ্ধার॥

পিতৃ বিয়োগে আক্ষেপ।

হায় হায় কোথা গেছ পূজ্যপাদ পিতা।
আমি যে ছিলাম তব স্নেহের দুহিতা॥
ফেলিয়া সন্তাপনীরে গেলে গো কোথায়।
বোলে দাও ওগো পিতা যাইব তথায়॥
সেবিব চরণ তব থাকি তব কাছে।
কহিব মনের কথা মনে যাহা আছে॥
শিশুকালে মাতৃহীন মোরা তিনজন।
সে দুঃখ জানি না পিতা তোমার কারণ॥
এখন যে দুই কষ্ট হোল উপস্থিত।
এই কি তোমার পিতা হইল উচিত॥
গৃহেতে রহেছে বৃদ্ধা জননী তোমার।
তাঁর দশা কি করিলে ভাব একবার॥
বার বার কষ্ট তাঁর সহা নাহি যায়।

কি কব অধিক আর ফাটিছে হৃদয় ॥
তব জ্যেষ্ঠ শোকে তাঁর জলিতেছে প্রাণ।
তদুপরে এ যাতনা করিলে প্রদান ॥
সতত তাঁহার দেহ ধুলায় লুটায়।
নিজে এসে একবার বুঝাও তাঁহায় ॥
প্রাণের অধিক তব দুইটি কুমার।
তাহাদের দুঃখ তাত দেখ একবার ॥
কাতর হয়েছে তারা তোমার কারণ।
কোনমতে নেত্রনীর নহে নিবারণ ॥
হা পিতা রহিলে কোথা, ছাড়ি পরিজন।
তোমার বিরহে দহে সবার জীবন ॥
মার প্রতি ভক্তি তব ছিল অবিরত।
ভ্রাতৃস্নেহে আর্দ্র ছিল হৃদয় সতত ॥
আধুনিক মন্দ প্রথা, না ছিল তোমাতে,
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে মান্য সদাই করিতে।
যদ্যপি কাহার সহ হোত অমিলন।
আপনি যতনে পুনঃ করিতে মিলন ॥
সতত বাসিতে ভাল খাওয়াইতে লোক।
সকলে পেয়েছে পিতা তোমার যে শোক ॥
পর উপকার ব্রতে সদা ছিলে ব্রতী।
সতত করিতে দয়া দরিদ্রের প্রতি ॥
কখন পরের নিন্দা করনি বর্ণন।

শুনিলে বিরস হোত পিতা তব মন ॥
যে বেদন পাইলাম কহিব কাহায় ।
স্মরিলে তোমার গুণ প্রাণ ফেটে যায় ॥
পীড়ায় কাতর পিতা ছিলে গো যখন ।
বিদেশ হইতে বাটী করি যে গমন ॥
সে সময় ছিনু আমি বিদেশে পীড়িত ।
তব প্রতি ভক্তি বাণী না করি নিঃস্থত ॥
সেবা নাহি করি কিছু আমি গো তোমার ।
সেই খেদে দহিতেছে অন্তর আমার ॥

ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়ের প্রতি ভক্তি উপহার ।

পুজনীয় শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র রায় ।
কোটি কোটি প্রণিপাত করি তব পায় ॥
আপনার চিকিৎসায় হয়েছি আরাম ।
ভুগিয়াছি যেইরূপ কঠিন ব্যারাম ॥
আরোগ্য হবার আশা ছিল না কাহার ॥
বায়ুর আক্রমনে কষ্ট দেছে যে প্রকার ।
ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আপন যতনে ॥
সুস্থতা পেয়েছি আমি এক্ষণেতে মনে ।
সম্পদ সময়ে মিলে বন্ধু বহুজন ॥
তাদের বান্ধব বলা না যায় কথন ।

বিপদ সময়ে যে বা করে উপকার।
তাহারেই বন্ধু বলি, বন্ধু কেবা আর ?
অতএব কি বা দিব তব পুরস্কার।
হেন জনে প্রতিশোধে সাধ্য আছে কার ॥
তাহাতে অবলা আমি জ্ঞানহীনা নারী।
অনন্ত তোমার গুণ বর্ণিতে না পারি ॥
পশ্চিম মুঙ্গের স্থানে হইয়া ডাক্তার।
নাশিতেছ অবিরত রোগ সবাকার ॥
তব আগমনে সুখী তথা বাসিগণ।
নিজ গুণে হরিয়াছ তাহাদের মন ॥
পসার দেখিয়া তব সিভিল সার্জ্জন।
কোরে ছিল হিংসাযুক্ত আপনার মন ॥
মানস তাহার করে তোমাকে অন্তর।
তথাবাসী চেষ্টা করে রাখে নিরন্তর ॥
ঈশ্বর নিকটে এই প্রার্থনা আমার।
তব যশঃ ঘোষে যেন সকল সংসার ॥
হও তুমি সবাকার আদর ভাজন।
সর্ব্বত্রই পাও যেন সম্মান আসন ॥
দীর্ঘ আয়ু হয়ে থাক ভারত মাঝার।
সতত প্রফুল্ল মনে সহ পরিবার ॥
লিখিয়াছি এই ক্ষুদ্র কবিতার হার।
বাসনা অর্পণ করি করে আপনার ॥

যুবরাজ প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্‌সের শুভাগমন।

এসেছেন যুবরাজ এ রাজধানীতে।
হইয়াছে কত ধুম না পারি বর্ণিতে ॥
ময়দানের শোভা আহা কি দেখিনু হায়।
সহস্র লোচন হলে দেখে না ফুরায় ॥
করিয়াছে স্থানে স্থানে গেট মনোহর।
হইয়াছে কি আশ্চর্য্য বাহার আলোর ॥
রঙ্গিন ল্যাম্পেতে কিবা শোভিছে সুন্দর।
কখন হয়নি হেন সহর ভিতর ॥
বৃক্ষের উপরে কিবা জেলেছে ফানস।
নিত্য নিত্য দেখি হয় মনেতে মানস ॥
আহামরি কিবা হেরি সেনাম আলোতে।
স্পষ্ট স্পষ্ট লেখা গুলি রহেছে তাহাতে ॥
কৃষ্ণ পক্ষে করিয়াছে পূর্ণিমার নিশি।
লাজেতে মলিন হ'ল গগনের শশী ॥
নানাদেশ হতে কত এল রাজগণ।
ভাবি মহারাজেরে করিতে সম্ভাষণ ॥
তার মধ্যে দেখিলাম কাশ্মীর রাজন।
সোনার পোসাক পরা অশ্বারোহীগণ ॥
তদন্তর দেখিলাম সেই যুবরাজ।
আগু পিছু সৈন্যদল তিনি তার মাঝ ॥

লাট সাহেবের বামে বসে সে রাজন।
অপর দিকেতে আছে মন্ত্রি একজন॥
জলেতে দিয়াছে আলো কিবা চমৎকার।
এমন আশ্চর্য্য কভু হয় নাই আর॥

ঢাকা সহর।

পূর্ব্ব বঙ্গ মধ্যে ঢাকা অতি মনোহর।
জল বায়ু মন্দ নয় উত্তম সহর॥
ঢাকেশ্বরী নামে দেবী আছেন তথায়।
দশ ভুজা দুর্গা মূর্ত্তি তাহে দেখা যায়॥
তাহার নিকটে আছে শিবের আলয়।
চারি মন্দিরেতে চারি শিব পূজা হয়॥
ধনী জমিদার তথা আছে বহুজন।
বুড়ি গঙ্গা নামে নদী সেথায় বেষ্টন॥
গনিমিয়া বলি এক নবাব সেখানে।
বসাইয়াছেন কল তিনি সেই স্থানে॥
সে কলের জল সবে করিতেছে পান।
শুনিতেছি গ্যাশ আলো করিবেন দান॥
দেখিতে সুন্দর অতি তাঁদের বাগান।
পিতা পুত্র দুজনের দুইটি উদ্যান॥
পুত্রের বাগান হেরি পাহাড় মতন।

উচ্চ মৃত্তিকার পরে বৃক্ষের রোপন ।।
প্রস্তরে বাঁধান হেরি বট বৃক্ষ তল ।
ঝিল কাটা চারিদিকে বহিতেছে জল ।।
তাহার উপরে এক ভাসিছে তরণী ।
বাবুরা বেড়াতে গেলে চড়ে সেইখানি ॥
গোলক ধাঁধাঁ আছে সেই বাগান মাঝার ।
বৈঠক সাজান হেরি অতি চমৎকার ।।

কলিকাতা একজিবিসন ।

আহা কি আশ্চর্য্য হেরি একজিবিসন,
নানাবিধ দ্রব্য সব করি আহরণ,
গড়ের মাঠেতে কত করিয়াছে ঘর।
রাখিয়াছে স্তরে স্তরে তাহার ভিতর ।।
হীরা মতি আর যত স্বর্ণ অলঙ্কার ।
চুনির গণেশ দেখি কিবা চমৎকার ।।
হীরায় করেছে শিব অতি মনোহর ।
কভু নাহি হয় হেন নয়ন গোচর ।।
শঙ্কার হয়েছে গেট সুন্দর কেমন ।
সাবানেতে করিয়াছে পাহাড় যেমন ।।
ধান্য আদি নানাবিধ শস্য আছে যত ।
আনিয়াছে বাছা বাছা বীজতার কত ।।

সাটিন ইত্যাদি বস্ত্র অনেক প্রকার।
জরি বারানসী শাল কি বর্ণিব তার।
ছবি রহিয়াছে তথা অনেক রকম।
"আনন্দ ভোজন" খানি বড়ই উত্তম।
কাঁচেতে করেছে খাট আহাকি বাহার।
গেলাসে খুদিছে নাম ইচ্ছা হয় যার।
কোথা হতে আনিয়াছে দেবের গঠন।
বাইশটি হাত তার করি দরশন।
খেলনা রয়েছে তথা কতই প্রকার।
পুঁতির কাঁচের আর কত মৃত্তিকার।

পিতামহী বিয়োগে আক্ষেপ।

কোথায় গিয়াছ আহা ঠাকুমা আমার।
তোমা বিনা দেখিতেছি জগত আঁধার।
কে আর করিবে হায় সেরূপ যতন।
মাতা পিতা উভয়ের নাহি একজন।
একমাত্র ছিলে আহা তুমি যে সহায়।
সে স্নেহে বঞ্চিতা এবে বিধির বিধায়।
মৃত্যু কালে মা তোমায় করেছে অর্পণ।
এখন করিলে তুমি কারে সমর্পন॥
সবার অধিক ভালবাসিতে আমায়।

কেমনে ভুলিব আমি বলগো তোমায় ॥
উত্তম খাবার দ্রব্য করিয়া যতন।
নিজ করে করাইতে আমাকে ভোজন ॥
কিন্তু এই খেদ বড় রহিল এ মনে।
মৃত্যু কালে দেখা নাহি হল তব সনে ॥
সেবিতে না পাইলাম তব শ্রীচরণ।
এ দুখ না যাবে মম থাকিতে জীবন ॥
তব পরমায়ু শেষ হইল যখন।
বিদেশেতে বাস আমি করি যে তখন ॥
শুনিতে পেতাম যদি পীড়া বিবরণ।
আসিতাম তথা হতে করিতে দর্শন ॥
হঠাৎ হইল মৃত্যু শুনি সমাচার।
দেখিতে না পাইলাম অদৃষ্ট আমার ॥
লক্ষ্মীর সমান তুমি ছিলে এ ভবনে।
কোন দুঃখ নাহি হত তোমার কারণে ॥
সুস্থ চিত্তে ছিল সবে তব পুন্য বলে।
এখন যে মনো কষ্ট দেখিছে সকলে ॥
দীন হীন অনাশ্রয় ব্যক্তিগণ কত।
পাইত সাহায্য তব তারা অবিরত ॥
কাঁদিছে তোমার তরে তাহারা এখন।
দয়া গুণে হরেছিলে সে সবায় মন ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ দুঃখেতে আমার।

সুখে সুখী দুখে দুখী কেহই যে আর ॥
কার কাছে জানাইব অন্তরের ব্যথা।
কারে বলি সুখী হব আনন্দের কথা ॥
হেন পুন্যবতী আর না দেখি কখন।
শ্রাবণ মাসেতে শ্রাদ্ধ হইল যখন।
কোন ক্ষতি নাহি হয় বৃষ্টির দ্বারায় ॥
নিরাপদে সব কাজ শেষ হয়ে যায়।
আহার করিয়া লোকে করিলে শয়ন ॥
সে সময় বৃষ্টি হয় সুনিদ্রা কারণ।
সে গুণের কথা কত করিব বর্ণন ॥
ধন্য ধন্য করিতেছে সকলে এখন।

লড রিপণ।

ধন্যবাদ দি তোমায় হে লর্ড রিপণ।
নাশিতে ভারত দুঃখ তব আগমন ॥
বঙ্গবাসি মুখোজ্জ্বল হল এত দিনে।
তুষিলে সবার মন সুবিচার গুণে ॥
মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান আসনে।
বসালে বাঙ্গালি তুমি উদারতা গুণে ॥
পক্ষপাত শূন্য হল তোমার বিচার।
বিস্তারিলে এ ভারতে সুখ্যাতি অপার ॥

করুন জগত নাথ তোমার কল্যান।
এইরূপে রক্ষা কর বিদ্বানের মান॥
হেন শুভ মতি যেন থাকে চিরদিন।
আর না শুনিতে পাই বাঙ্গালিরা হীন॥
শ্বেতাঙ্গীর কাছে যেন ঘৃণা নাহি পায়।
এই নিবেদন মোরা জানাই তোমায়॥
শিখাও আত্মীয়গণে হেন ব্যবহার।
বাঙ্গালির হিংসা যেন নাহি করে আর॥

পরম পিতা পরমেশ্বর! আপনার দয়ার ও গুণের সীমা করিতে পারে এমন লোক এ জগতে কেহ নাই, আপনার অনন্ত রাজ্যে অপার মহিমা বিস্তারিত রহিয়াছে, কিন্তু মানবগণ কি অকৃতজ্ঞ, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সততই ঐহিক সুখের আশায় মগ্ন থাকে। সম্প্রতি এ বিষয় আমার উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ হইয়াছে। আমি আপনাকে বিস্মৃত হইয়া একটি প্রিয় পুত্রকে যার পরনাই যত্ন ও স্নেহ করিতাম। এক্ষণে আপনার ইচ্ছায় আমি তাহার মায়া স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু আপনার কাছে আমার একান্ত মিনতি এই যে, যেন অপর কাহারও মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া এ জীবনে আর ক্লেশ না পাই। প্রার্থনা করি আপনার পবিত্র পাদপদ্মে স্থান দিয়া এ দুঃখিনী দুহিতার তাপিত হৃদয়ের প্রজ্জলিতানল নির্ব্বাণ করুন। আমার স্বামীর আদেশ অনুসারে এস্থলে পুত্রটির জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।

বাঙ্গালার সন ১২৭৩ সালের আষাঢ় মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে অপরাহ্ন বেলা প্রায় চারিটার সময় তাহার জন্ম হয়। দেড় বৎসর বয়ক্রম সময় হইতে উদরাময় রোগ হয় ও সেই পীড়া প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ক্লেশ দেয়। নানাবিধ চিকিৎসার পর ডাক্তার মেকার সাহেবের যত্নে আরোগ্য লাভ করে। ৭.৮ বৎসর বয়সে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং গবর্ণমেণ্ট কৃত বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম নীতি শিক্ষার অভাব থাকায় যদি তাহার চরিত্র গত দোষ দেখিয়া ভবিষ্যতে আমাকে দুঃখিত হইতে হয় ও তাহার আত্মোন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় আমি তাহার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম সময় হইতে প্রায় দশম বর্ষ পর্য্যন্ত নিজে কিছু কিছু ঐ বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমার নিকট হইতে যৎ সামান্য শিক্ষা পাইয়া অতি অল্প বয়সে এতদূর নীতি পরায়ণ হইয়াছিল যে তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনির দ্বারা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও কীটাদিরও জীবন বধে অতি কাতর হইত এবং মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার এতদূর ধর্ম্ম ভীরুতা ! দেখিয়া আমার স্বামী আমার উপর বিরক্ত হইতেন ও কহিতেন যে "তুমি উহাকে কি শিক্ষা দাও, ও কেন সর্ব্বদা বিধবা স্ত্রীলোকের ন্যায় ম্লানভাবে থাকে, অন্তরে বল, উৎসাহ কিছুই হইতেছেনা।" তাহার দান শক্তিও বিলক্ষণ হইয়াছিল, দরিদ্র দুঃখ মোচনে সতত যত্ন করিত ও উক্ত বিষয় আমাকে মধ্যে মধ্যে অনুরোধ করিত। আমি কোন কোন সময় বিরক্ত হইয়া তাহাকে

কহিতাম "তুমি যখন উপার্জ্জন করিবে তখন স্বেচ্ছামত দান করিও এখন অপরের উপার্জ্জনে কি প্রকারে অধিক ব্যয় করিব," তাহাতে সে অতিশয় দুঃখিত হইত। বিদ্যা উপার্জ্জনে তাহার অতিশয় মনোনিবেশ ও যত্ন ছিল ও অল্প দিনের মধ্যে যথেষ্টরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সে প্রায়ই ক্লাশের প্রথম কি দ্বিতীয় হইত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময় তাহার মাতুলকে ইংরাজিতে একখানি পত্র লেখে ও তাহার প্রত্যুত্তরে আমার ভ্রাতা লেখেন যে ইহা তোমার নিজের রচনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। সরকারি কার্য্যানুরোধে আমাদের নানা স্থানের মফঃস্বলে থাকিতে হইত তদ্দ্বারা তাহার শিক্ষার অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভব ছিল কিন্তু তাহার প্রগাঢ় যত্নে ও পরিশ্রমে কিছুতেই অনিষ্ট ঘটে নাই এবং যে সকল বালকদের সঙ্গে কলিকাতায় একত্র অধ্যয়ন করিত তাহাদের অপেক্ষা তাহার শিক্ষার প্রায় দ্বিগুণ ফললাভ হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কেহ যাহারা স্কুল বালকগণকে পরীক্ষা করিতে যাইতেন তাঁহারা সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক কহিতেন যে ঐ বালকটি ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কেশব সেন হইবে। দরিদ্র বালকদের শিক্ষার জন্য পুস্তক খরিদ করিয়া দিতে সে আমাকে কহিত ও আপনার পুরাতন বই যাহা থাকিত তৎসমুদয় তাহাদিগকে বিতরণ করিত। যদ্যপি আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে পিপীলিকা থাকিত তবে তাহা-

দের .এক একটী করিয়া প্রত্যেককে সজীব করিয়া ছাড়িয়া দিত। একদিন পুস্তকের ভিতর একটী ক্ষুদ্র কীট ছিল, অজ্ঞাত-সারে পুস্তক মোড়া'য় সেই কীটটার মৃত্যু হওয়ায় যে কি পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল তাহা আর কি বলিব। কিন্তু যখন মৎস্য মাংসাদি ভোজন ছাড়িয়া দিল তখন আমি তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উক্ত দ্রব্য আহারের জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিতে লাগিলাম ও কহিলাম যে "তুমি সর্ব্বদা অধ্যয়ন কর ও কিছু কাল যখন এইরূপ করিতে হইবে তখন মৎস্য মাংসাদি আহার না করিলে তোমার শরীরের পক্ষে কি চক্ষের ক্ষতি হইতে পারে।" সে প্রত্যুত্তরে অতি কাতরভাবে মিনতি পূর্ব্বক কহিত যে মৎস্য মাংসাদি ব্যতীত অনেক প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, ঘৃত দুগ্ধাদিতে কি ঐ ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না? বিলাতের কয়েক জন ইংরাজ যে মৎস্য মাংস আহার করেন না তাঁহাদের ত কোনই পীড়া হয় নাই, অহিংসা পরমোধর্ম্ম আমি তোমার মুখেই শুনিয়াছি তবে কেন আমাকে উক্ত দ্রব্য আহা-রের জন্য এত অনুরোধ করিতেছ।" এইরূপ নানা প্রকারে আমাকে নিরস্ত করিত। সে কখন কোন ক্রীড়াশক্ত ছিলনা ও ক্রীড়ার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া একটি পয়সা অপব্যয় করিত না। রথে দোলে যদি কেহ পয়সা দিত তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া আমার নিকট রাখিত এ জন্যে আমি তাহাকে কত বলিতাম যে "তুই ভারি কৃপণ হইবি;"তাহাতে আমাকে কহিত যে অনাবশ্যক দ্রব্য খরিদ করিয়া পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়, ঐ

পয়সা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে ভাল হয় না ? সে কখন কাহারও প্রতি ক্রোধ করিত না, আত্মীয় জনের প্রতি কি দাস দাসীর প্রতি কখনই রাগ করিয়া কটু কি অপ্রিয় কথা ব্যবহার করে নাই এবং সন্ধ্যার সময় তাহার পড়িবার ঘরে যদি আলো দিতে বিলম্ব হইত চাকরদের দু একবার ডাকিয়া উত্তর না পাইলে নিজে আসিয়া আলো জ্বালিয়া লইয়া যাইত তবু চাকর-দের কিছু বলিত না। তাহার অত্যাশ্চর্য্য অশ্বচালনার ক্ষমতা হইয়াছিল। এগার কি বার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অশ্বারোহন আরম্ভ করে ও তিন চার বৎসর মধ্যে তদ্বিষয়ে এরূপ সাহস ও দক্ষতা হইয়াছিল যে অনায়াসে একটা ক্ষুদ্র খাল অতিক্রম করিয়া দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইয়া গমন করিল ও কয়েকজন ভদ্র লোক "বাহবা বাহবা" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়স্ক বালকের এরূপ শান্ত প্রকৃতি ও নির্ম্মল চরিত্র আর কদাপি আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই। আমি পুত্রের এরূপ সৎস্বভাব দেখিয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতাম। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পর আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি আমাকে বলেন যে "এই শিশুর জীবন অতি অল্প মাত্র।" কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষ মধ্যে সমস্ত ফুরাইবে, এই কথা একদিনও আমার স্মরণ পথে পতিত হয় নাই। এই বালক কি প্রকারে আপনার মৃত্যুর সমাচার জানিয়া ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। সে তাহার মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমাকে

একদিন বলে যে "আমি মরিব," তাহাতে আমি কহিলাম যে "আমাকে ভয় দেখাইতেছ নাকি?" তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। ইহার কিছুদিন পরেই তাহার জ্বর হয় ও সে বলে যে আমাকে কবিরাজের দ্বারায় চিকিৎসা করাও, কারণ ডাক্তারেরা আসিয়াই "সুপ" ইত্যাদি খাওয়াইবে, তাহা আমি খাই না। আমাদের এক বন্ধুর কন্যাকে ডাক্তার সাহেব আরাম করিতে না পারায় এক কবিরাজ আরোগ্য করেন। এজন্য ঐ কবিরাজের প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি হইয়াছিল, সুতরাং তাহার দ্বারাই চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু যখন দশ এগার দিনে জ্বর ছাড়িল না ও এগার দিনের দিন সম্পূর্ণ বিকার দাঁড়াইল তখন ডাক্তার ডিমোলা সাহেবকে আনান হইল ও তাঁহার দ্বারায় চিকিৎসা করান গেল। কিন্তু আমার ভাগ্য দোষে সকল আশাই বিফল হইল। পোনের দিনের দিন বেলা চারিটার সময় ষোড়শ বৎসর বয়সে তাহার জীবন লীলা শেষ হইল। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলে যে "তুমি আমার সঙ্গ ছাড় আমাকে ধরিয়া লইয়া যায় যে" ও তাহার পরদিন মৃত্যুর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাকে বলে "তুমি ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, তুমি ছেড়ে দিলেই হয়।" আর কলম সরে না এ কারণে লিখিতে অক্ষম হইলাম।

ঢাকাস্থিত কোন ভগ্নীর প্রতি হিতোপদেশ।

প্রিয় ভগ্নি হিতবানী বলিগো তোমায়।
বৃথা নষ্ট ক'রনাক অমূল্য সময়॥

চিরস্থায়ী নহে কভু মানব জীবন।
অবশ্যই এক দিন হইবে পতন॥
ঐহিকের সুখ কিছু সঙ্গে নাহি যাবে।
তবে কেন আমোদে এ জীবন কাটাবে॥
আমার বচন ধর দৃঢ় কর মন।
জগদীশ পদে কর আত্ম সমর্পণ॥
জীবের জীবন তিনি অগতির গতি।
রাখহ তোমার মন সদা তাঁর প্রতি॥
সতত পাইবে তুমি তাঁহার করুণা।
দূরে যাবে রোগ শোক ভবের যন্ত্রণা॥
ব্রহ্মজ্ঞানী বলি আর নিন্দা না করিবে।
ঈশ্বর সবার এক নিশ্চয় জানিবে॥
তুলসীর মালা যবে করিবে ফিরণ।
সে সময় হরি বলি করিও স্মরণ॥
ইষ্ট মন্ত্র জপ তুমি করিবে যখন।
ইষ্ট দেব দেবী যাহা ভাবিবে তখন॥
দুর্গা নাম জপ যদি করহ কখন।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ব'লো সেই ক্ষণ॥
মহাদেব পূজা তুমি কর যদি কভু।
তাতেই হবেন তুষ্ট সেহ মহাপ্রভু॥
যাহা ইচ্ছা তাহা বল একই ঈশ্বর।
যে প্রকারে হ'ক তাঁরে ভাব নিরন্তর॥
শঙ্কটে পড়িলে তাঁরে কর যদি মনে।
দূরে যাবে সে শঙ্কট তাঁর নামগুণে॥

সমাপ্ত।